যুগান্তর

তারিখ ... 06 NOV 2013 ...
পৃঃ ৪ কলাম ৭

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি

দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিকসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ধরতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) অভিযানে নামবে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে তারা উচ্চপর্যায়ের দুটি কমিটি গঠন করেছে। জানা গেছে, কমিটিগুলো তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণের কাজ প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে। সবকিছু ঠিক থাকলে শিগগিরই তাদের অভিযানে নামার কথা। দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ নতুন নয়। এসব প্রতিষ্ঠানে সরকারি বিধিবিধান না মেনে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নৈরাজ্য সৃষ্টি ছাড়াও নিয়মবহির্ভূতভাবে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। উদ্বেগের বিষয় হল, রাজনৈতিক পরিচয় আর জনপ্রীতির বাইরে এখন ঘুষের বিনিময়ে অযোগ্য শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ঘটনাও ঘটছে। ফলে একদিকে অদক্ষ আর দলবাজদের ভিড়ে সাধারণ প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে, অন্যদিকে অযোগ্য ও মেধাহীন শিক্ষকের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক ভবিষ্যৎ পড়েছে হুমকির মুখে।

জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পরিচালিত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়ার বিষয়টি কোনোমতেই মেনে নেয়া যায় না। এসব প্রতিষ্ঠানে ডিসি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্টরা নিয়োগ, টেন্ডার, কেনাকাটা, জ্বালানিসহ বিভিন্ন খাতের অর্থ আত্মসাৎ ও ফল জালিয়াতির পাশাপাশি ছাত্র খুনের ঘটনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদ দেয়াসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও হেলেংকারিতে জড়িয়ে পড়ছেন। দুঃখজনক হল, ২৫টির মধ্যে যে ৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত ৮ বছরে অনিয়ম-দুর্নীতি চরমে পৌঁছেছিল, সেগুলোর ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারের শিক্ষক আন্দোলনভীতি, মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির একশ্রেণীর কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজদের বহুমুখী তৎপরতার কারণে তদন্ত কাজ সম্পন্ন করা যায়নি। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সুনাম ও মর্যাদা ছিল। এ সুনাম ও মর্যাদা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যের কোনো কিছুই আমরা ধরে রাখতে পারিনি। এর কারণ সম্ভবত অতীতে যেসব মহৎপ্রাণ মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হতেন, তারা পাঠদান ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট গবেষণার বাইরে অন্যকিছু করার কথা চিন্তাতেও ঠাঁই দিতেন না। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসি থেকে শুরু করে অধিকাংশ শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় দলীয় বিবেচনায়। দলের প্রয়োজনে মাননীয় শিক্ষকরা লাঠিয়াল বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেও আজকাল দ্বিধা করেন না। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় প্রতিটি ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউজিসির তদন্তে যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হবে, তাদের শাস্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও বিরাজমান দুর্নীতি ও